কল্প দশ

কল্পবিজ্ঞান-থ্রিলার সংকলন

ঋজু গাঙ্গুলী

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

সূচি

মাবেল ◉ ১৫
বরাহ ◉ ২৮
দ্রোহ ◉ ৪৯
আমব্রা ◉ ৬৪
তিস্তান ◉ ৮৩
অস্ত্র ◉ ১৪৪
ফাটল ◉ ১৫২
অন্তিম ◉ ২১১
জয় ◉ ২২৩
অ্যাডভেঞ্চার ◉ ২৫৮

মাবেল

টাওয়ারটা ভেঙে পড়ছিল।

জলের ধাক্কায় বালির বাঁধ ধুয়ে যাওয়ার মতো করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল তার মাঝের অংশ। ক্রমেই কাত হয়ে যাচ্ছিল গোটা কাঠামো। তারই মধ্যে হঠাৎ রস্তভের মুখটা ভেসে উঠল স্ক্রিন জুড়ে। বোঝা গেল, ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে তাঁর একচোট ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে। চিৎকার করে কিছু বললেন রস্তভ। নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁকে টেনে সরিয়ে দিল দূরে। আওয়াজ শোনা গেল না, শুধু রস্তভের ঠোঁট নাড়ানো দেখা গেল। তখনই একজন রক্ষী উত্তেজিতভাবে কিছু একটা দেখাতে চাইল। ক্যামেরা ঘুরে গেল সেদিকে। দেখা গেল, পুরো টাওয়ারটাই স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপরেই স্ক্রিন থেকে মুছে গেল আলো।

অন্ধকার ঘরে নৈঃশব্দ্য দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। অবশেষে কর্কশ গলায় 'লাইট্স' বলে উঠল কেউ। আলোগুলো জ্বলে উঠলি তক্ষুনি।

"এসব হল কীভাবে?" উজ্জ্বল আলোতে চোখ বুজে ফেলেছিল রয়। তার মধ্যেই ও শুনল, গ্রেগরি বলছেন, "ঠিক কী বলছিলেন রস্তভ? আমরা তো কিছু শুনতে পেলাম না।"

"বাবেল।" ডক্টর নোমুরা'র শান্ত গলা শোনা গেল, "আমার ধারণা, রস্তভ এই

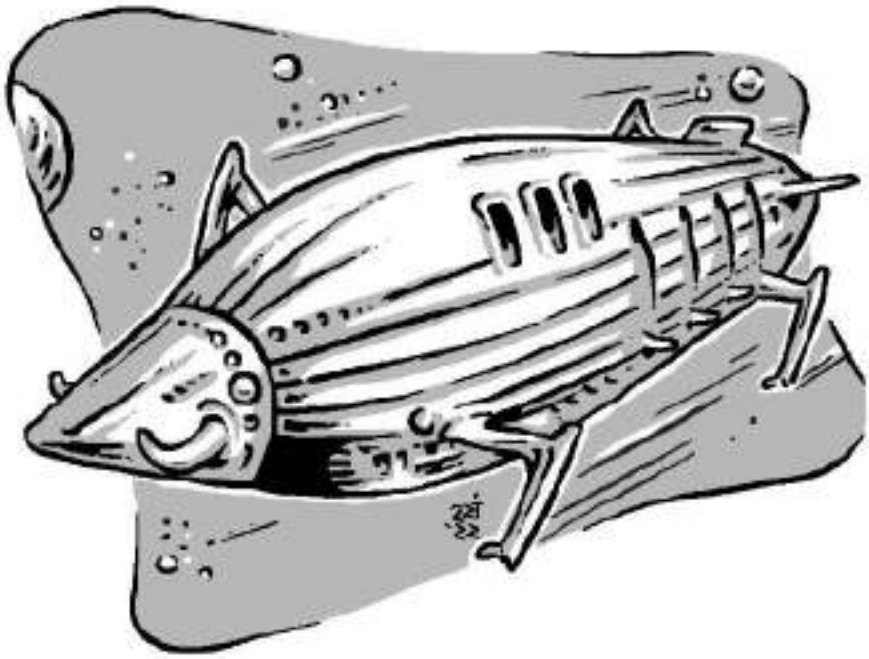

বরাহ

রিপাবলিক বেস, আর্থ অর্বিট স্টেশন
খ্রিস্টীয় চতুর্থ সহস্রাব্দীর প্রথম শতক

"পঞ্চান্ন কোটি বছর!"

ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে গেল ঈষৎ খ্যানখেনে গলায় বলা তিনটে শব্দ। ঘরে আরও অনেকে ছিলেন— তারকাখচিত ইউনিফর্ম-পরা একঝাঁক অফিসার, সাদাসিধে পোশাকেও ভারিক্কি ক'জন রাজনীতিবিদ, কেতাদুরস্ত স্যুটে কর্পোরেশনের মাথারা। কমিউনিকেশনস্-এর বিশেষজ্ঞ গ্রেগরি আর রোবটিক্স-এর ভারপ্রাপ্ত নোমুরাও একপাশে বসে ছিলেন। কিন্তু ধৃতিমানের সামনে কারও কিছু বলার ছিল না। রয়ের মনে হল, ওই গণ্যমান্যরা পারলে মেঝেতে সেঁধিয়ে যাবেন। নেহাত মেঝেটা রামায়ণের যুগের মতো আজ্ঞাবহ নয়। তাই তাঁরা মাথা নীচু করে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

"আপনি আমাদের দিকটা ভেবে দেখুন, প্রফেসর।" মুখ খুলতে বাধ্য হলেন জেনারেল করিম, "সৌরজগতের সীমার সামান্য বাইরে একটা অতিক্ষুদ্র ব্ল্যাক

দ্রোহ

শুরুতে

"উপস্থিত সুধীজন!" গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হল অডিটোরিয়ামের সর্বত্র, "এবার আলো নিভবে। দয়া করে শান্ত হয়ে বসুন। আপনারা এ-কথা জানলে আনন্দিত হবেন যে সু-মারু খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত ধাতব পাতগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। সেই বিষয়ে কথা বলার জন্য ডক্টর আব্বাস এখনই আপনাদের সামনে আসবেন।"

সভায় গুঞ্জন উঠল। রুচিরা দু'পাশে বসা দু'জনের হাত চেপে ধরে উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠল, "তাহলে কথাটা সত্যি? সু-মারু-র অতীত সম্বন্ধে তাহলে এবার জানতে পারব আমরা!"

রয় আড়চোখে একবার রুচিরার ওপাশে বসা থমথমে মুখের মানুষটিকে দেখে নিল।

প্রথমে ধৃতিমান সু-মারু-তে সভ্যতার সন্ধান পাওয়ার গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেটা শেষ অবধি মেনে নিলেও অসুস্থ রুচিরাকে এই ভিড়ে ঠাসা ঘরে আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

আমব্রা

গ্যানিমিড সেন্ট্রাল, রিপাবলিক নেভি হেডকোয়ার্টার্স

"দুটো তারার নিজস্ব মণ্ডলের মাঝামাঝি জায়গায়, একটা অদ্ভুত অবস্থানে রয়েছে এই গ্রহটা।"

সুং-কে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। পোলানস্কি চোখের ইশারায় তাঁকে শান্ত হতে বললেও প্রবীন বিজ্ঞানী সে-সবের তোয়াক্কা করলেন না। হাত-পা ছুড়ে তিনি পরের কথাগুলো বলে চললেন।

"এটা যদি সারকামবাইনারি হত— মানে দুটো তারাকেই প্রদক্ষিণ করত, তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যেত। কিন্তু তার জন্য যে পরিমাণ ভর প্রয়োজন, এটার তা নেই। অথচ এও নিশ্চিত যে এটা ওই লাল দানব, বা বাদামি বামন— কোনোটাকেই প্রদক্ষিণ করছে না! বরং নিজের মতো করে, হাইড্রা ক্লাস্টারের কোনো একটা বিন্দুকে ঘিরে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে এটা ধেয়ে চলেছে মহাকাশের বুক চিরে। এটা কোনো ধূমকেতু নয়, মামুলি গ্রহাণুও নয়। নিজের কক্ষে ঘুরপাক খাওয়া একটা গ্রহ ছাড়া একে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?"

তিস্তান

প্রাক্‌কথন

কাজলা ক্রসিং, বনাইবুরু টেরিটরি, দু'দিন আগে

"মা...?"

খুব বেশি কথা বলতে পারে না মুনিয়া। কিন্তু মুখের হাসি, হাত-পা নাড়া, আর এই একটা শব্দ— এই নিয়েই একটু-একটু করে বড়ো হচ্ছে সে। তবে যত বড়োই হোক না কেন, ঘুম থেকে ওঠামাত্র এই শব্দটা সে বলে উঠবেই।

কিন্তু এখন তো মা কাছে নেই! তার ঘুম তবে কে ভাঙাল? কী যেন একটা শুনেছিল সে... ওইতো!

মৃদু গুঞ্জনের মতো শব্দটা জোরালো হয়ে উঠল। চোখ মেলে, বিছানা থেকে সরে সে তাঁবুর দরজার কাছে এল। বাইরে উঁকি দিতেই মৃদু নীলচে সবুজ আলোয় মাখা তিনটে শরীর তার চোখে পড়ল।

ওরা এসেছে! মুনিয়া'র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁবুর উষ্ণতা ছেড়ে রাতের আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল সে। তারপর এগিয়ে গেল আলোকিত শরীরগুলোর দিকে।

অস্ত্র

শামচি, লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের উত্তরে, ভোর চারটে

আকাশের ওপর কালোর শাসন ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছিল। লোহিতের সবুজ জলে ঢেউ তুলছিল এগিয়ে আসা ভোর। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছিল চারজন মানুষ।

"আউর..." হাঁফ ধরা শুকনো গলা নিয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল একটি মেয়ে, "আউর কিতনি দূর, সিস্টার?"

আর সাতশো মিটার। তারপরেই এসে পড়বে নদীর সেই বাঁকটা— যার ওপারে নির্জন মিনুতাং উপত্যকা। আর তারপরেই কাহো— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিক দিয়ে এগোলে ভারতের প্রথম গ্রাম।

এই অঞ্চলে একসময় ভারতীয়দের অবাধ গতিবিধি ছিল। তিব্বতের রিমা নামের জায়গাটা এখান থেকে সোজা উত্তরে। দক্ষিণের কিবুতু, এমনকি জেলা-সদর হাওয়াই থেকে তিব্বতিদের জন্য খাবার আর অন্য রসদ নিয়ে যেত ভারতীয় সেনা। কিন্তু বাষট্টি সালের যুদ্ধ সব বদলে দেয়। ওয়ালঙের যুদ্ধে হানাদারদের রুখে দিতে পারলেও অনেকটা জমি, আর উত্তর ও পূর্ব দিকে চলাচলের স্বাধীনতা

ফাটল

কালাহান একজিট পোর্ট, তিন দিন আগে, পাগল বুড়ো

"বুড়োওওও!"

তীক্ষ্ণ গলার চিৎকার কানে আসামাত্র বুঝলাম, অলস দুপুরটার বারোটা বাজল।

আশফাক আর নীরা'র দেখাশোনা করার কেউ নেই। তাই কমিউনিটি শেল্টারে পড়তে না গিয়ে, বা রুবিক ইনক্-এর প্ল্যান্টে কাজে না ঢুকে ওরা আমার কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করলেও কারও কিচ্ছু বলার নেই।

নোংরা এই সমুদ্রতটের গলায় কুৎসিত মালার মতো ছড়িয়ে আছে পলিথিন, ফাইবার, ধাতুর টুকরো, সমুদ্রে ভেসে আসা নানা আবর্জনা জুড়ে-জুড়ে বানানো অজস্র ঘর। যে পরিমাণ লোক এখানে বসবাস করে তাতে জায়গাটা অনেক বেশি গুরুত্ব দাবি করে। কিন্তু সেই মানুষেরা এখন সংখ্যা, আর কালেভদ্রে নাম ছাড়া সব পরিচিতি হারিয়েছে। তাই মিলিশিয়া এখানে টহল দেয় ঠিকই; কিন্তু মুমূর্ষু মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, বা শৈশব চুরি-হওয়া শিশুদের দেখাশোনা করা তাদের কাজের মধ্যে পড়ে না।

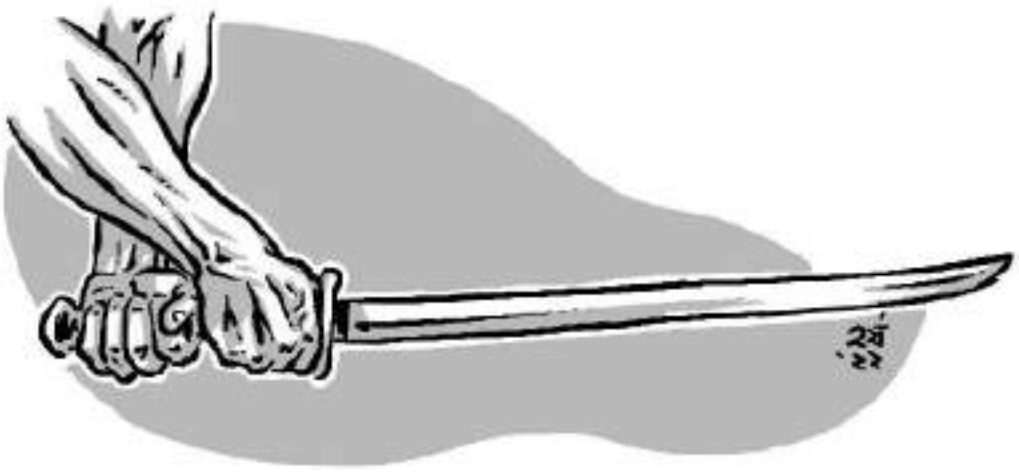

অন্তিম

"এখানে কী করছেন, স্যার?"

"হুঁ?"

রোহিণী স্টেশনের বেসমেন্টের এই অংশটা ব্যবহার করা হয় না। দুর্ভেদ্য দেওয়ালের বুকে একমাত্র দরজাটাকেও সিল করে দেওয়া অবস্থাতেই বরাবর দেখেছে ময়ূরী। কানাঘুষোয় সে শুনেছিল, মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ কিছু রোগজীবাণু, আর বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার ভাইরাসের নমুনা রাখা আছে এই অংশে। চাঁদের গভীরে গড়ে তোলা এই স্টেশন নিয়ে অজস্র গল্পকথা লোকের মুখে-মুখে ফেরে। এই তত্ত্বটাকেও তেমনই একটা গল্প বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন, এই প্রায় জনহীন সেক্টরে সেগুলোকে গল্প বলে মনে হচ্ছিল না।

দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে ময়ূরী দেখতে পাচ্ছিল, দেওয়ালের গায়ে অজস্র ভল্ট বা লকার রয়েছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভরদ্বাজ। তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, "আমি দুটো লকার খুঁজছি— একটা বড়ো, একটা ছোটো। বিশেষ একটা সংকেত, বা চিহ্ন দেওয়া আছে তাদের গায়ে। তুমিও দেখো তো, সে-দুটো খুঁজে পাও কি না।"

রীতিমতো অবাক হল ময়ূরী। এটা কি কিছু খোঁজার সময়?

জয়

"অবশেষে!"

রঙিন আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল উপবৃত্তকার রণভূমি। উন্মত্ত দর্শকেরা চিৎকার করছিল কণ্ঠ... বা অন্য কোনো স্বরক্ষেপণের মাধ্যম ব্যবহার করে। শুধু মানুষেরাই তো ছিল না সেখানে। মহাবিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা, প্রায় সব ধরনের প্রাণীকেই দেখা যাচ্ছিল তিলধারণের স্থান না-থাকা দর্শকাসনে। তবু শব্দে আর অন্য উদ্দীপকে ভরা সেই আবহ মুহূর্তের মধ্যে শান্ত ও শীতল হয়ে উঠল ঘোষকের ওই একটি কথা শুনে।

কথা— তবে যে-সব দর্শকের শ্রবণের অনুভূতি নেই, তাদের কাছে তা পৌঁছে গেছিল অন্য কোনো-না-কোনো আকারে। তাতেও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একইরকম। প্রত্যেকে বুঝতে পারছিল, যে বিশেষ বিনোদনের জন্য তারা অর্থ, বা অন্য কোনো মূল্য ধরে দিয়েছে, বহু প্রতীক্ষার পরে তা পরিবেশিত হতে চলেছে তাদের সামনে।

কৃত্রিম উপগ্রহ 'জয়'-এর আইনগত অবস্থান ভারী বিচিত্র। তথাকথিত সভ্য গ্রহ আর নক্ষত্রমণ্ডলীর অধিকার তথা বিধি-নিষেধ সেখানে প্রযোজ্য নয়। ফলে